Semester-6
History Honours
Course-XIII (Modeun Eurpe : From Nationalisn to Socialism)
Unit-4

Q/ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ :— (1) 5th 6 marks

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। মার্কসবাদের গোড়ার কথাই হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিকতা বলতে সংক্ষেপে বোঝায় পরস্পর বিরোধী শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে প্রগতি। মার্কসবাদের অপর প্রাথমিক তত্ত্ব হলো বস্তুবাদ। বস্তুবাদ বলতে সংক্ষেপে বোঝায় পার্থিব জগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ। মার্কস কথা দুটি আলাদা ভাবে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ নিজে কখনও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাটি ব্যবহার করেননি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাটি ব্যবহার করেন রুশ চিন্তাবিদ প্লেখানভ।

মার্কস দ্বান্দ্বিকতার আদর্শ গ্রহণ করেন ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের কাছ থেকে। হেগেল আবার এই দ্বান্দ্বিকতার আদর্শ গ্রহণ করেছেন গ্রীক দর্শন ও কান্টের কাছ থেকে। দ্বান্দ্বিকতা কথাটির আক্ষরিক অর্থ আলোচনা। হেগেলের মতে দ্বান্দ্বিকতা হচ্ছে "বৈজ্ঞানিক প্রগতির জীবন ও আত্মা"। হেগেল বিশ্বাস করেন, এই জগত সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। এই গতিশীলতা ও পরিবর্তনের ভিত্তি হলো ভাববাদ বা পরমাত্মা। নানা ঘাত প্রতিঘাত ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পথ ধরে প্রগতির চাকা এগিয়ে চলে, এই ভাবে পুরাতন পথ ছেড়ে দেয় নতুনকে। অর্থাৎ চিরস্থিরতা বলে কিছু নেই। পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে শাশ্বত বা সনাতন বলে মনে করা অর্থহীন, অর্থাৎ, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তিতে একটি নতুন ভাব ও চেতনার সৃষ্টি হয়।

মার্কস হেগেলের এই ভাববাদী দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু গ্রহণ করেছেন তাঁর দ্বান্দ্বিকতাকে। হেগেল যেখানে জোর দিয়েছেন ভাববাদকে, মার্কস-এর দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে পুরোপুরি বস্তুবাদী। তিনি বললেন বিশ্ব সংসারে বস্তুর অস্তিত্ব আগে, মানুষের চেতনা পরে। হেগেলের কাছে চরম সত্য আত্মা; কিন্তু মার্কসের কাছে তা বস্তু বা জড়জগত।

দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব বস্তুজগতে প্রয়োগ করে মার্কস বলেছেন যে, বস্তুজগৎ গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ কোন সমাজ ব্যবস্থাই স্থিতিশীল নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে নানা ঘাত প্রতিঘাতের পথ বেয়ে। অর্থাৎ সমাজ জীবনেও পরিবর্তনের গতি অসমান, এভাবে ইতিহাসের পথ পরিক্রমা করে মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথ ধরে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার স্থান নিচ্ছে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। সাধারণ মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলি হলো — (ক) তিনি তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করেছেন। (খ) তিনি যে

কোন সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতা ও বস্তু-নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর বিপ্লব তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখেছেন — "The philosophy of Marxism is dialectical, because it adopts the Hegelian idea of evolution of nature, history and thought according to certain pattern and it is materialist because it assumes that matter is the ultimate reality while consciousness is derivative." মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কিন্তু অনেকের কাছেই কিছুটা অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে। গুস্তাভ ওয়েটার মন্তব্য করেছেন, "মার্কসের মতাদর্শ এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও কোথাও তিনি বা এঙ্গেলস-এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেননি। অন্যদিকে মার্কস বস্তুবাদের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় সমাজ পরিবর্তনের অন্যান্য দিকগুলিকে অবহেলা করেছেন। তবু সামগ্রিক বিচারে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করার বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

—

মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব:

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব মার্কসবাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন — "মানুষের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রাম শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে।" সেখানেই শ্রেণীভেদ সেখানেই শ্রেণী সংঘাত বা সংঘর্ষ। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, জীবন ধারণের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হলে উৎপাদন করতে হয়। সমাজের প্রকৃতি সামগ্রিক নির্ভর করে উৎপাদনের আর্থিক বিধি ব্যবস্থার ওপর। প্রত্যেক সমাজের দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী থাকে। অর্থনীতিতে অগ্রসর ধনী শ্রেণী সব সময়ই অর্থনীতিতে অনগ্রসর দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণ করে থাকে। শোষক শ্রেণী সব সময়ই শোষিত শ্রেণীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রক্ষমতা-র সব কিছুই থাকে তার হাতের মধ্যে। প্রাচীন কালে এই শোষণ ও সংগ্রাম

ছিল দাস মালিক ও দাসদের মধ্যে। মধ্যযুগে এই শোষণ ও সংঘাতের দুটি পক্ষ ছিল সামন্তপ্রভু ও সার্ফ। মার্কসের মতে আধুনিক যুগেও এই সংঘাতের অবসান হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস হলো নিরবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীর উদ্ভব ও পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণীর অনিবার্য সংঘাত সম্পর্কে অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখেছেন — "জমি প্রভৃতি যে সব উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি আদি অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীনে থাকিলে সেই অনুসারে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকিতে বাধ্য। ঐ শ্রেণীগুলির স্বার্থ স্বভাবতই স্বতন্ত্র তবু তাহাদের মধ্যে বিরোধ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-কে ধরিয়া রাখিয়া কাজ চালাইতে হইলে শ্রেণী বিশেষের প্রভুত্ব দরকার হয়।"

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে কার্যত পরস্পরবিরোধী এই দুই শ্রেণী হলো বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন কিভাবে মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে। উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই সংঘাতের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, এই শ্রেণী সংগ্রামই শেষ শ্রেণী সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রামের অবসানে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান হবে। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর হাতে মালিক শ্রেণীর পরাজয় ঘটবে এবং এক শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র।

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব মার্কসবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলেও, মার্কসই প্রথম এই তত্ত্ব তুলে ধরেননি এবং তিনি তা স্বীকারও করেছেন, তিনি লিখেছেন "Long before me bourgeois historians had described the historical development of this class struggle". আর কিন্তু তার হাতে এই তত্ত্ব পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। তাই হয়ে মার্কসের এই শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, এবং অনেকেই তাঁর সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি।

প্রথমত, মার্কস পৃথিবীর ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছেন অতি. এক সংঘাতের নিরিখে,
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন- "সব ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসবাদীরা এই কথা বলে থাকে সকল,..... নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের শ্রেণী সহযোগিতার কোন উদাহরণ তাঁরা অনেকেই তা স্বীকার করবে না। সর্বোপরি বলা যায় যে, শিল্পোন্নত সমাজে শ্রেণী বিন্যাস মার্কস যেমন ভেবেছিলেন তেমনটি হয়নি। শোষক শোষিত সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন এই দুটি শ্রেণীতে সকল সমাজ বিভক্ত হয়ে যাবে, মার্কসের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়নি তবে একথা ঠিক যে শ্রমিকদের অবস্থা আগের থেকে উন্নত হয়েছে।